দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

কী

য়

ইংরেজি শিক্ষক সমস্যা

দেশের সকল বেসরকারি স্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষকের অভাবের ফলে ইংরেজি শিক্ষার মান দিন দিন নেমে যাচ্ছে। বহুদিন থেকেই এই অবনতি চলছে। দেশে যখন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত জনশক্তির প্রয়োজন বাড়ছে, তখন ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নয়নে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখা উচিত হবে না।

একবার দেখা গেল সরকারের পদস্থ কর্মকর্তারাও ইংরেজি ভাষায় জ্ঞানের অভাবের কারণে সাহায্যদাতা দেশ ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন না। তথ্য প্রযুক্তির সফটওয়্যার প্রণয়নে দক্ষতা থাকলেও অনেকেই তার বিবরণ ইংরেজিতে প্রকাশ করতে পারেন না। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি ছাড়াও বিশ্বায়নের জামানায় ইংরেজিই ভাবের আদান-প্রদানের মূল ভাষা হয়ে পড়েছে।

আমাদের তরুণ-তরুণীদের ইংরেজি ভাষা-জ্ঞানের দৈন্যদশার জন্য মূলত দায়ী স্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষাদানের ঘাটতি। আর এ ঘাটতির প্রধান কারণ: এক. ইংরেজি শিক্ষকের স্বল্পতা এবং দুই. শিক্ষকদের ইংরেজি জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাব। এ দুটি সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায় তা বের করতে গিয়ে শিক্ষা কর্মকর্তারা হিমশিম খাচ্ছেন। ইংরেজি ভাষায় অল্পশিক্ষিত শিক্ষকদের শিক্ষা পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা পরিণত বয়সে ইংরেজি পড়াতে যান এবং এই দুষ্টচক্রে পড়ে তরুণ-তরুণীদের বিশেষ করে 'ব্যবহারিক ইংরেজি' জ্ঞান কিছুতেই যুগোপযোগী হচ্ছে না।

আগেকার বিএনপি সরকারের আমলে বেসরকারি স্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষকের স্বল্পতা ও সংকট বিবেচনা করে ১৯৯৫ সালে ইংরেজি শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫ বছর বাড়িয়ে ৬৫ বছর করা হয়। এতে ইংরেজি শিক্ষক সমস্যা খানিকটা কমে; কিন্তু বছরখানেক আগে এক মৌখিক আদেশে শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ষাটোর্ধ্ব বয়সের ইংরেজি শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়টি স্থগিত করা হয়। তার সপক্ষে শিক্ষা অধিদপ্তরের যুক্তি হলো, যখন আদেশ জারি করা হয় তখন ইংরেজি শিক্ষকের সংকট ছিল। এখন প্রচুর 'ফ্রেশ' ও 'মেধাবী' ইংরেজি শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া ১৯৯৮ সাল থেকে ইংরেজির যে নতুন সিলেবাস চালু হয়েছে (কমিউনিকেটিভ মেথড), তা পড়াতে পুরনো শিক্ষকদের অনেকেই অভ্যস্ত নন। পুরনোদের চেয়ে নতুনরাই নাকি নতুন পদ্ধতিতে ভাল পড়াতে পারবেন।

ষাটোর্ধ্ব বয়সের শিক্ষকদের চেয়ে নতুন শিক্ষকরা উপযুক্ত সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে দেশের স্কুল-কলেজগুলো পর্যাপ্ত সংখ্যায় নতুন 'ফ্রেশ' ও 'মেধাবী' শিক্ষক নিয়োগ দিতে পেরেছে কি? সত্যিকারের মেধাবী ইংরেজি শিক্ষকের সংখ্যা কি 'প্রচুর'?

ইংরেজি শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৬৫ বছর করাটা কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। তবে দেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষকের সংকট লেগেই আছে। এই পরিস্থিতিতে সাড়ে তিনশ ষাটোর্ধ্ব ইংরেজি শিক্ষকের চাকরির বয়স বাড়ানোর আবেদন দীর্ঘদিন শিক্ষা অধিদপ্তরে পড়ে আছে। সরকার শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়টি বাতিলও করেনি, চালুও রাখেনি। ব্যাপারটি নিষ্পত্তি না হওয়ার ফলে বেসরকারি স্কুল-কলেজের ইংরেজি শিক্ষক সমস্যার সাময়িক সমাধানও হচ্ছে না। সবাই অনিশ্চয়তার মধ্যে। আর কতদিন এভাবে চলবে?